

সৃজনশীল (সিকিউ) নোট

বাংলা ১ম পত্র

কবিতা

কপোতাক্ষ নদ

Prepared by: **MIRZA MINHAZ AZIZ TUNUR**

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর:

১। “আবার আসিব ফিরে ধান্দির তীরে- এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয়- হয়তো বা শঙ্খচির শালিকের বেশে;

হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে

কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়।”

ক. চতুর্দশপদী কবিতা কী?

খ. “এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে/লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে”- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতা ও উদ্দীপকে কবির আকুলতা একই ধারায় উৎসারিত কবিতা ও উদ্দীপক অনুসারে বিশ্লেষণ কর।

ক) চতুর্দশপদী কবিতা হলো চৌদ্দ চরণসমন্বিত ভাবসঙ্গত সুনির্দিষ্ট কবিতা।

খ) স্বদেশ আর স্বভাষা ছাড়া অন্য কোন দেশ ও ভাষা যে মানুষের আশ্রয় হতে পারে না, তার অকাট্য প্রমাণ ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

কবি একসময় বিদেশী ভাষার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে নিজ দেশ ও ভাষাকে অবজ্ঞা করে পাড়ি জমান সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে। তিনি প্রবাসে থেকেও কপোতাক্ষ নদেও কথা স্মরণ করেন। দূর প্রবাসে বসে তাই কপোতাক্ষের কাছে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেমন হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে স্মরণ করেছেন এ নদকে, তেমনি এ নদও যেন তাঁকে স্মরণ করে তাঁর নাম পৌঁছে দেয় বঙ্গবাসীর কানে। কপোতাক্ষের প্রতি কবির এ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গভীর স্বদেশপ্রেমেরই উৎসারণ ঘটেছে।

গ) উদ্দীপকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার স্বদেশের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবি সাহিত্য সাধনার গুরু দিকে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু স্বদেশকে তিনি কোন মতে ভুলতে পারেননি। বিশেষ করে তার শৈশবের নদ কপোতাক্ষ ছিল তার ভালবাসার প্রতীক। এ নদের তীরে কবি পেয়েছেন মানসিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি। মূলত কবি বিদেশ থেকেও এ নদের মাধ্যমে স্বদেশকে স্মরণ করেছেন।

উদ্দীপকের কবিও স্বদেশের প্রতি গভীর টান অনুভব করেন। তিনি মৃত্যুও পরও স্বদেশে ফিরে আসতে চান। স্বদেশের প্রকৃতির মাঝে খুঁজে পান প্রাণের স্পন্দন। কবিতায় কবির মধ্যেও এরূপ দেশপ্রেম বিদ্যমান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে কবিতায় বর্ণিত দেশপ্রেমের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উত্তরঃ- (ঘ).

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতা ও উদ্দীপকের কবির আতুলতা দেশপ্রেমের ধারায় উৎসারিত।

সৃজনশীল (সিকিউ) নোট

বাংলা ১ম পত্র

কবিতা

কপোতাক্ষ নদ

Prepared by: **MIRZA MINHAZ AZIZ TUNUR**

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। সাহিত্য সাধনার শুরুর দিকে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু স্বদেশকে তিনি কোন মতে ভুলতে পারেননি। তার স্মৃতি জেগে আছে কপোতাক্ষ নদের কল কল ধ্বনি। কবির শৈশবের নদ এটি। এই নদের তীরে কবি পেয়েছেন স্নেহ, মমতা। তাই বিদেশ থেকেও কবির স্মৃতিতে স্বদেশ চিরভাস্বর।

উদ্দীপকের কবির মধ্যে আকুলতা বিদ্যমান। কবি বার বার বাংলার বুকে ফিরে আসতে চান। বাংলা প্রকৃতির প্রতি গভীর মমত্ব তার। এদেশের প্রকৃতির মাঝে তিনি পেয়েছেন তৃপ্তির আনন্দ। তাই কবি মৃত্যুর পরও বিভিন্ন বেশে এদেশের প্রকৃতিতে ফিরে আসতে চান।

স্বদেশের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরকালীন। আর উদ্দীপকের কবি ও ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি দুজনই স্বদেশ প্রেমে জাগ্রত। তারা যেকোনো কালে, যেকোনো ভাবে স্বদেশে ফিরে আসতে চান। তাই সঙ্গত কারণেই বলা যায়, উভয় কবির চেতনা দেশপ্রেম থেকে উৎসারিত।

২.নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর:

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরে শফিক জন্মগ্রহণ করে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে শফিককে তার স্বদেশে ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয় সুদূর সৌদি আরবে। কিন্তু দূর প্রবাসে বসে দেশের স্মৃতি মনে হয়, তখন তার অন্তরা ত্রা হু হু করে কেঁদে ওঠে। স্বদেশে ফিরে আসার জন্য মুখ থেকে বার বার ধ্বনিত হয় করুণ আর্তি।

ক. ‘কপোতাক্ষ নদ’ কোন জাতীয় কবিতা?

খ. ‘যেমতি লোকে নিশার স্বপনে শোনে মায়ামন্ত্র ধ্বনি’- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকের যে মানসিক দিকটি ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে- তা নিরূপণ কর।

ঘ. “প্রবাসরবিনে শফিকের তৃষ্ণার্ত মন তিতাসের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত”। ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে শফিকের স্বদেশ প্রেমের স্বরূপ আলোচনা কর।

উত্তরঃ- (ক).

‘কপোতাক্ষ নদ’ সনেট জাতীয় কবিতা।

উত্তরঃ- (খ).

প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে কবি বিদেশ থেকেও তার প্রিয় নদের কল কল ধ্বনি শয়নে স্বপনে শুনতে পান।

কবি মোহের বশবর্তী হয়ে স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু তার প্রিয় নদ কপোতাক্ষকে কিছুতেই ভুলতে পারেননি। জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের বেদনা-বিবুর স্মৃতি তাঁর মনে জাগিয়েছে কাতরতা। তাই কবি বিদেশ থেকেও শয়নে-স্বপনে এর ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন।

উত্তরঃ- (গ).

উদ্দীপকে উল্লিখিত শফিকের দেশপ্রেমের মানসিক দিকটি ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সৃজনশীল (সিকিউ) নোট

বাংলা ১ম পত্র

কবিতা

কপোতাক্ষ নদ

Prepared by: **MIRZA MINHAZ AZIZ TUNUR**

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবির মধ্যে গভীর দেশপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। কবি সাহিত্য সাধনার গুরুত্ব দিকে স্বদেশ ছেড়ে পাড়ি জমান বিদেশে। কিন্তু বিদেশে অবস্থান করলেও তিনি মুহূর্তেও জন্য কপোতাক্ষ নদ ঘেরা আপন ভূমিকে ভুলতে পারেননি। কপোতাক্ষ নদের তীরে কাটানো শৈশব স্মৃতি বার বার তার হৃদয়কে আন্দোলিত করছিল। তাই কবি কপোতাক্ষ নদের মাধ্যমে তার প্রিয় দেশকে স্মরণ করেছেন।

উদ্দীপকে শফিক তিতাস নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেছেন। জীবিকার তাগিদে সে পাড়ি জমায় দূর প্রবাসে। কিন্তু স্বদেশের স্মৃতি সে ভুলতে পারেনি। তাই বিদেশে বসে স্বদেশের জন্য তার প্রাণ কেঁদে উঠেছে। যা কবিতার কবির মধ্যেও লক্ষণীয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শফিক দেশপ্রেমের মানসিকতায় কবিতার কবির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উত্তরঃ- (ঘ).

উদ্দীপকের শফিক তার স্মৃতিবিজড়িত নদী তিতাস এবং ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি কপোতাক্ষ নদের মাধ্যমে দেশপ্রেম ফুটিয়ে তুলেছেন।

কপোতাক্ষ নদ কবির শৈশবের নদ। এ নদকে ঘিরে আছে তার শৈশবস্মৃতি। যা কবির মনে চিরজাগ্রত। তাই তিনি বিদেশ থেকেও এ নদকে স্মরণ করেছেন। তার স্মৃতিতে বার বার ভেসে উঠেছে এ নদের স্নেহ-মমতা। তাই কবি এ নদের মাধ্যমে স্মরণ করেছেন তার প্রিয় মাতৃভূমিকে।

উদ্দীপকে শফিক তিতাস নদীর তীরে জন্মেছে। এ নদীর তীরে কেটেছে তার শৈশব। আজ জীবিকার তাগিদে সে বিদেশে অবস্থান করলেও এ নদের স্মৃতি তার মনে সদা জাগ্রত রয়েছে। মূলত এ নদীর স্মৃতিকে ঘিরেই তার উজ্জল দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের শফিক তিতাস নদীর মাধ্যমে তার দেশপ্রেম প্রকাশ করেছে। ঠিক একই ভাবে কবিতার কবির মধ্যে প্রিয় কপোতাক্ষ নদের মাধ্যমে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, তারা দুজনেই দেশপ্রেমিক।

৩. নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তরঃ

(i) সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে!

কথা তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে

শোনে মায়া-মন্ত্রধ্বনি) তব কল কলে

জুড়াই জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!

(ii) এ আমার শৈশবের নদী, এই জলের প্রহার

সারাদিন তীর ভাঙে, পাক খায়, ঘোলা স্রোত টানে

যৌবনের প্রতীকের মতো অসংখ্য নৌকার পালে

সৃজনশীল (সিকিউ) নোট

বাংলা ১ম পত্র

কবিতা

কপোতাক্ষ নদ

Prepared by: **MIRZA MINHAZ AZIZ TUNUR**

গতির প্রবাহ হানে।

(ক) উদ্দীপকের প্রথম অংশটুকু কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?

(খ) ‘ভ্রান্তির ছলনে’ - বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

(গ) উদ্দীপকের কোন অংশে রচয়িতার স্নেহের তৃষ্ণা মুখ্য হয়ে উঠেছে - তা নিরূপণ কর।

(ঘ) “কবিতাংশ দু’টির মূলভাব একই ধারায় উৎসারিত”-বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : (ক)

উদ্দীপকের প্রথম অংশটুকু ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

উত্তর : (খ)

‘ভ্রান্তির ছলনে’ অর্থ ভ্রান্তির ছলনায়, এখানে কপোতাক্ষ নদ কবিতায় কবি ‘আশার ছলনা’ - কে বোঝাতে চেয়েছেন।

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি খ্যাতি লাভের আশায় নিজ দেশ ও সংস্কৃতি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রবাসে এক সময় তাঁর মাতৃভূমির প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাঁর প্রবাসে চলে যাওয়াও নদীর ধ্বনি শোনাকে ‘ভ্রান্তির ছলনে’ বলেছেন।

উত্তর : (গ)

উদ্দীপকের দু’টি অংশের প্রথমটি নেওয়া হয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতা থেকে যার সাথে স্নেহের তৃষ্ণা মুখ্য হয়ে উঠেছে।

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালে শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষ নদের স্রোতধ্বনি শোনা বাস্তবে সম্ভব নয় বলে স্মৃতিকাতর মনে বিভ্রম তৈরি হচ্ছে। তাই উদ্দীপকের প্রথম অংশে কবির স্মৃতিকাতরতায় স্নেহের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে উদ্দীপকে প্রকৃতির একটি নদীর সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে। এ নদীর সঙ্গে কবির আজীবনের সখ্যতা। যেমন দেখা গিয়েছে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায়। কপোতাক্ষ নদ যেমন কবির জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল, উদ্দীপকেও ঠিক তেমন, তবে উদ্দীপকের প্রথম অংশে কবি নদের স্নেহ প্রত্যাশা করেছেন। তাই উদ্দীপকের প্রথম অংশে রচয়িতার স্নেহের তৃষ্ণা প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তর : (ঘ)

উদ্দীপকের প্রথম অংশ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত “কপোতাক্ষ নদ” কবিতার প্রথম অংশ।

কবি স্বধর্ম ও স্বদেশ পরিত্যাগ করে দীর্ঘকাল প্রবাসে জীবনযাপন করেন। “কপোতাক্ষ নদ” কবিতাংশের প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে কবির করুণ আর্তি। শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষ নদের স্রোতধ্বনি বাস্তবে শোনা সম্ভব না হলেও স্মৃতিকাতর মনের বিভ্রম হিসেবে কবি কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে তার তীব্র দেশপ্রেম প্রকাশ পাচ্ছে।

দ্বিতীয় অংশ কবি নদী তাঁর জীবনযাপনের এক অনিবার্য অনুষ্ণ অনুভূতিটির মধ্য দিয়েও মূলত দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। গভীর মমত্ববোধসহকারে দু' তীরের দৃশ্যাবলি ও নদীর স্রোতধারার সৌন্দর্যের উপস্থাপনে কবি তাঁর দেশপ্রেমকে চিত্রিত করেছেন। মূলত উভয় ক্ষেত্রে কবি তার কাব্যের মাধ্যমে স্বদেশের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক, যে নিবিড় বন্ধন, তা গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। স্বদেশের আকাশ, বাতাস, নদী সবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই “কবিতাংশ দুটির মূলভাব একই ধারায় উৎসারিত” বক্তব্যটি যথার্থ।

৪. নং সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর:

ছোটকালে ছিলাম বাঙালিদের বালুচরে,
সাঁতরায়ে নদী পাড়ি দিতাম বারবার এপার হতে ওপারে,
ডিভি লটারি সুযোগ করে দিলে ছুটে চলে যায় আমেরিকায়
কিন্তু আজ মন শুধু ছটফটায় আর শয়নে স্বপনে বাড়ি দিয়ে যায়,
মধুময় স্মৃতিগুলো আমাকে কাঁদায়, তবু দেশে আর নাহি ফিরা হয়।

- (ক) সনেটের ষষ্ঠকে কী থাকে?
(খ) ‘স্নেহের তৃষ্ণা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(গ) উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতি ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে তুলে ধর।
(ঘ) “উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতির অন্তরালে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তাই ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার মূলভাব”-কথাটির সত্যতা বিচার কর।

(ক) জ্ঞানমূলক :

সনেটের ষষ্ঠকে ভাবের পরিণতি থাকে।

(খ) অনুধাবনমূলক :

‘স্নেহের তৃষ্ণা’ বলতে কপোতাক্ষ নদ কবির গভীর মমত্ববোধকে বোঝানো হয়েছে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত শৈশবে কপোতাক্ষ নদের প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। কিন্তু তিনি যখন বিদেশে পাড়ি জমান তখন বারবার শৈশবের স্মৃতি তাঁর মনে পড়েছে। কপোতাক্ষ নদের প্রতি কবি যে মমতা প্রকাশ করেছেন তা মূলত দেশপ্রেমেরই অংশ। কত দেশে কত নদী তিনি দেখেছেন কিন্তু জন্মভূমির এই নদ যেন তাকে মায়ের স্নেহডোরে বেঁধে রেখেছে, কিছুতেই তিনি তাকে ভুলতে পারেন না।

(গ) প্রয়োগমূলক :

উদ্দীপকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আক্ষেপ করার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কবি এই নদের তীরে, প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন, কিন্তু তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়েছেন। তখন কিশোর বয়সের স্মৃতি তাঁর মনে কাতরতা সৃষ্টি করেছে। তিনি বহুদেশে ঘুরে বহু নদ দেখেছেন, কিন্তু তাঁর জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের কথা ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে যে, তিনি আর কখনো প্রিয় কপোতাক্ষ নদের দেখা পাবেন কিনা।

উদ্দীপকে এক বাঙালি নাগরিকের আক্ষেপ করার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাংলার প্রকৃতির বুকে বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু যখন অর্থের মোহে বিদেশে পাড়ি জমান তখন স্বদেশের জন্য তার মন কেঁদে উঠেছে। তার মনে শিক্ষা জেগেছে আর স্বদেশে

ফেরা হবে কিনা এই নিয়ে। শৈশবের, কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতি তার মনে জাগিয়েছে কাতরতা, সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার মতো আক্ষেপ করার বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

(ঘ) উচ্চতর দক্ষতামূলক :

উদ্দীপকে আক্ষেপ করার অন্তরালে দেশপ্রেমের ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেন। কিন্তু তিনি যখন মাতৃভূমি ছেড়ে বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমিয়েছেন তখন তিনি মাতৃভূমির টানে কাতর হয়ে উঠেছেন। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের জন্য তার মন কেঁদে উঠেছে। কবি বহু দেশ ঘুরে বহু নদ দেখেছেন কিন্তু কপোতাক্ষ নদের স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেননি। কারণ এদেশে কবির জন্মভূমি, এদেশের সাথে কার রক্তের সম্পর্ক। তাই তিনি স্বদেশের মানুষের প্রতি ও মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ প্রকাশ করেছেন –এ কবিতার ক্যানভাসে।

উদ্দীপকের মূল বক্তব্য এক বাঙালির স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সে অর্থের মোহে মাতৃভূমি ছেড়ে পানি জমান আমেরিকায়। কিন্তু আমেরিকাতে গিয়ে সে বুঝতে পারে যে মাতৃভূমি ছেড়ে এসে ভুল করেছে। তাই মাতৃভূমিতে ফিরে আসার জন্য সে কাতর হয়ে উঠেছে।

স্বদেশের সাথে মানুষের আত্মার সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশের প্রতি মানুষের গভীর মমতা প্রকাশ করেছেন। তিনি সুদূর ফ্রান্সে বসেও শৈশবের স্মৃতি মনে করে কাতর হয়েছেন। তাই বলা যায় উদ্দীপকের আক্ষেপ করার বিষয়টি স্বদেশ প্রেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

৫। গ্রামের ছেলে পলাশ উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কুমিল্লা শহরে থেকে লেখাপড়া করে। বিভিন্ন কারণে কয়েক বছর তার বাড়ি যাওয়া হয় না। একদিন বিকেলে সে কয়েকজন বন্ধুর সাথে গোমতী নদীর পাড়ে বেড়াতে যায়। নদীর গতিময় জলরাশির দিকে চোখ পড়তেই তার মন হাহাকার করে ওঠে। তার মনে পড়ে গেল দূরন্ত শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত ডাকাতিয়া নদীর কথা। এ নদীর বুকে সে কত সাঁতার কেটেছে; এ নদীর পাড়ে সে কত খেলা করেছে। পলাশ ডাকাতিয়া নদীর তীরে তার গ্রামে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

ক. কবি বহু দেশে কী দেখেছেন?

খ. ‘আর কি হে হবে দেখা’- কবির এরূপ আক্ষেপের কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের পলাশের সাথে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “উদ্দীপকের পলাশ এবং ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মাঝে বৈসাদৃশ্যও কম নয়”- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. কবি বহু দেশে বহু নদ দেখেছেন।

খ. সুদূর প্রবাসে থাকার কারণে কবির মনে সন্দেহ জেগেছে তিনি আর কখনো প্রিয় নদের সান্নিধ্যে আসতে পারবেন কি না।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভ্রান্তির ছলনায় পড়ে স্বদেশ থেকে অনেক দূরে ফ্রান্সের ভার্সাইয়ে অবস্থান করছিলেন। সেখানে থাকাকালে জন্মভূমির শৈশব-কৈশোরের বেদনা-বিধুর স্মৃতি তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। দূর বিদেশে বসেও তিনি যেন তাঁর বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কবি এই নদের সাথে তাঁর মধুময় স্মৃতির কথা কিছুতেই ভুলতে পারেননি। এই নদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বিত কবি জানেন না এ নদের সাথে আদৌ তাঁর আর দেখা হবে কি না।

গ. শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত নদীর কথা স্মরণ করে কাতর হয়ে পড়ার দিক থেকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাদৃশ্য রয়েছে।

শৈশবস্মৃতি সহজে ভোলা যায় না। জীবনের প্রয়োজনে মানুষ তার শৈশবের স্মৃতিময় পরিবেশ থেকে অনেক দূরে চলে গেলেও কোনো না কোনো দিন সেসব স্মৃতি তাকে ব্যাকুল করে তোলে। স্মৃতির টানে ব্যাকুল হয়ে মানুষ আবার তার পুরোনো জায়গায়, চেনা পরিবেশে ফিরে আসতে চায়। বিশেষ করে জন্মভূমির বুকে শৈশবের মধুময় স্মৃতি স্মরণ করে মানুষ বেশি কাতর হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকের পলাশ গ্রামের ছেলে। সে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কুমিল্লা শহরে থেকে লেখাপড়া করে। বিভিন্ন কারণে কয়েক বছর তার বাড়ি যাওয়া হয় না। একদিন বিকেলে সে কয়েকজন বন্ধুর সাথে গোমতী নদীর পাড়ে বেড়াতে যায়। সেখানে নদীর গতিময় ** জলরাশির দিকে তাকিয়ে তার মন হাহাকার করে ওঠে। তার মনে **পড়ে যায় স্মৃতিবিজড়িত ডাকাতিয়া নদীর কথা। শৈশবে এ নদীর বুকে সে সাঁতার কেটেছে, এর পাড়ে খেলা করেছে। ডাকাতিয়া নদীর তীরে গ্রামে যাওয়ার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির ক্ষেত্রেও অনুরূপ নদীকেন্দ্রিক স্মৃতিকাতরতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুদূর ফ্রান্সে অবস্থানকালে কবি তাঁর শৈশবস্মৃতি-বিজড়িত কপোতাক্ষ নদের কথা ভেবে আকুল হয়ে পড়েন। সুদূর প্রবাসে থেকেও তিনি যেন কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। এ নদ যেন তাঁকে স্নেহডোরে বেঁধেছে, কিছুতেই তিনি এ নদের স্মৃতি ভুলতে পারেন না। তাই বলা যায়, শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত নদীর কথা ভেবে স্মৃতিকাতর হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের পলাশ ও ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. শৈশবের নদীকে ভেবে স্মৃতিকাতর হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের পলাশ এবং ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের অবস্থানগত ভিন্নতা, নদীর প্রশস্তি বর্ণনা ও মনের আকুলতা প্রকাশের দিক থেকে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

শৈশবস্মৃতি মধুর ও আনন্দময়। সময়ের স্রোতে জীবন এগিয়ে গেলেও মানুষ তার স্মৃতিময় শৈশবকে সহজে ভুলতে পারে না। জীবনের প্রয়োজনে জন্মস্থান ছেড়ে অনেক দূরে অবস্থান করলেও মনের অজান্তেই শৈশব তার পিছু নেয়। তাই মানুষ তার শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভেবে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গ্রামের ছেলে পলাশ উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনে কুমিল্লা শহরে থেকে পড়াশুনা করে। বিভিন্ন কারণে কয়েক বছর তার বাড়ি যাওয়া হয় না। একদিন বিকেলে কয়েকজন বন্ধুর সাথে সে গোমতী নদীর পাড়ে বেড়াতে যায় এবং নদীর গতিময় জলরাশি দেখে তার মন হাহাকার করে ওঠে। তার মনে পড়ে এ নদীর বুকে সে কত সাঁতার কেটেছে, কত খেলা করেছে এ নদীর পাড়ে। ডাকাতিয়া নদীর তীরে তার গ্রামে যাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির ক্ষেত্রেও অনুরূপ নদীকেন্দ্রিক স্মৃতিকাতরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কবি তাঁর স্মৃতিকাতর মনের ব্যাকুলতা যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা উদ্দীপকের পলাশের মধ্যে দেখা যায় না। উপরের আলোচনা থেকে এই প্রতীয়মান হয় যে, “উদ্দীপকের পলাশ ও ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মাঝে বৈসাদৃশ্যও কম নয়” মন্তব্যটি যথার্থ।

৬. প্রবাসী তানভির সময় সুযোগের অভাবে দেশে আসতে না পারলেও সে তার গ্রামের কথা বিশেষ করে শৈশবে সোনালী দিন কাটানো প্রিয় মাদরাসার কথা ভুলতে পারে না। তাই সে প্রায় প্রতিদিনই কারোর না কারোর সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলে প্রিয় গ্রামটিকে দেখে নেয়। সে তার গ্রামের রাস্তা-ঘাট, স্কুল- মাদরাসা ও মসজিদ-মন্দিরের উন্নয়নের জন্য পিতার কাছে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে টাকা পাঠায়।

ক. কপোতাক্ষ নদ কবিতায় কখন ‘মায়া-মন্ত্রধ্বনি’ শোনার কথা বলা হয়েছে?

খ. ‘বঙ্গের সংগীত’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বুঝিয়ে লেখ।

গ. তানভিরের ভিডিও কল করার মধ্যে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তানভিরের কার্যক্রমের সাথে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর:

ক. ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় নিশার স্বপনে ‘মায়া-মন্ত্রধ্বনি’ শোনার কথা বলা হয়েছে।

খ. 'বঙ্গের সংগীত' বলতে কবি এখানে বাংলা গান বা বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগের বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন।

স্বদেশের প্রতি কবির হৃদয়ের যে কাতরতা, কপোতাক্ষ নদের জন্য যে প্রেমভাব তা প্রবাস জীবনে এসে গভীরভাবে অনুভব করেন। তিনি প্রবাস জীবনের নিঃসঙ্গতায় স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেন। তাঁর প্রাণে নিশার স্বপনের মতো সর্বদায় বাংলার প্রতি মায়া-মন্ত্রধ্বনি বাজতে থাকে। তিনি অনুভব করেন এত মধুময় সুরে পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় তাঁর হৃদয়কে অনুরণন তোলে না। বাংলার আলো-হাওয়া-জল; বাংলা ভাষা যেন সংগীতের সুর লহরির মতো কাছে টেনে নিচ্ছে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রবাসী তানভিরের ভিডিও কল করার মাধ্যমে তানভিরের জীবনব্যবস্থা পাঠ্যবইয়ের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়।

যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবি মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ তাঁকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, তিনি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামের আগে মাইকেল যুক্ত করেন।

উদ্দীপকে তানভিরের জীবনব্যবস্থায় কবি মাইকেল মধুসূদনের জীবনব্যবস্থা ফুটে উঠেছে। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে প্রবাস জীবনযাপন করলেও তিনি তাঁর জন্মভূমি ও দেশকে ভুলতে পারেননি। ভুলতে পারেননি শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত সেই কপোতাক্ষ নদকে। তাই কবি বিদেশে বসেও কপোতাক্ষকে ভালোবেসে নিজের জীবনের স্মৃতিচারণ করে গেছেন।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তানভিরের কার্যক্রম বলতে কবি মাইকেল মধুসূদনের স্বদেশপ্রেমকে বোঝানো হয়েছে।

যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদনের জন্ম। তাঁর জীবনে শৈশবের নানা স্মৃতি রয়েছে কপোতাক্ষ নদকে ঘিরে। মধুময় সে সব স্মৃতিকথা স্মরণ করে কবি আবেগাপ্লুত হতেন। হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন কপোতাক্ষ নদকে। প্রবাস জীবনেও এক মুহূর্তের জন্যও তিনি ভুলতে পারেননি মধুর স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদকে।

ছাত্রজীবন থেকেই মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জীবনদর্শনে আকৃষ্ট ছিলেন। যার ফলে একটা সময় তিনি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি দেন। প্রবাস জীবনেও তিনি তাঁর মাতৃভূমিকে ভুলতে পারেননি। তাই প্রবাসে বসে শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদকে নিয়ে 'কপোতাক্ষ নদ' রচনা করেন। যে রূপ উদ্দীপকের তানভির বিদেশে বসেও দেশের কথা মনে পড়ে অহরহ। যেমন মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদনের।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও গুণাবলির মধ্যে স্বদেশপ্রেম অন্যতম। কবি মাইকেল মধুসূদনের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিদেশে থেকেও কবি কপোতাক্ষ নদকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। কপোতাক্ষ নদের কুলকুল ধ্বনি কবি স্বপ্নের ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে। তাঁর দেখা বিদেশের বহু নদ-নদী কবির তৃষিত হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি। কেবল কপোতাক্ষের জলই কবির নিকট সঞ্জীবনী সুধা, স্বর্গের অমিয়। তদ্রূপ উদ্দীপকের তানভির বিদেশে অবস্থান করলেও মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা অনুভব করে। ভুলতে পারেনি তার প্রিয় গ্রামটিকে; যেমন ভুলতে পারেননি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৭. প্রায় পাঁচ বছর হলো শরিফুল মালয়েশিয়া এসেছে। এর মধ্যে একবারও তার দেশে ফেরা হয়নি। কাজের প্রচণ্ড চাপে দেশের কথা ভাববারও সময় কম। তবে অবসরে যখন সে থাকে তখন কেবলই বাড়ির পাশের বটগাছের কথা মনে পড়ে তার। কারণ এই বটগাছের ছায়ায় কত খেলেছে, গাছে উঠে ছোটবেলায় পাখির ছানা ধরেছে।।

ক. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কীভাবে তাঁর কান জুড়ান?

খ. 'দুষ্ক-স্রোতোরূপী তুমি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? বর্ণনা কর।

গ. 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কোন দিকটি শরিফুলের একাকিত্বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও শরিফুলের অনুভূতির মধ্যে বৈপরীত্য আছে।" - মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর:

ক. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'ভ্রান্তির ছলনে' তাঁর কান জুড়ান।

খ. মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর তৃষ্ণা মেটায়, তেমনি কপোতাক্ষ নদের জল কবির প্রাণের তৃষ্ণা মেটায়। এ বিষয়টি বোঝাতে কবি আলোচ্য কথারি বলেছেন।

কপোতাক্ষ নদের তীরে কবির শৈশব-কৈশোর কেটেছে। এ নদের তীরেই তিনি তাঁর সুখ-দুঃখের সময় পার করেছেন। কপোতাক্ষ নদের স্বচ্ছ টলমলে জল তাঁর প্রাণের তৃষ্ণা দূর করেছে। কবির কাছে কপোতাক্ষ নদ হলো জন্মভূমির স্তনে দুগ্ধের প্রবাহের মতো। এ দুগ্ধ প্রবাহ কবিপ্রাণকে শীতল করে। তাই তিনি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

গ. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবাসে থেকে কপোতাক্ষ নদের কথা মনে করেছেন। শরিফুলের মধ্যে এই দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় দেখা যায় কবি শৈশবে কপোতাক্ষ নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। যখন তিনি ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব, কৈশোরের বেদনাবিধুর স্মৃতি তাঁর মনে জাগিয়েছে কাতরতা। দূরে বসেও তিনি যেন কপোতাক্ষ নদের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কত দেশে কত নদনদী তিনি দেখেছেন, কিন্তু জন্মভূমির এই নদ যেন মারের স্নেহডোরে তাঁকে বেঁধেছে। কিছুতেই তিনি তাকে ভুলতে পারেন না। এখানে কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অত্যাঙ্গুল দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দীপকেও আমরা অনুরূপ প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করি। শরিফুল পাঁচ বছর হলো মালয়েশিয়া এসেছে চাকরির উদ্দেশ্যে। কাজের চাপে দেশের কথা ভাববার সময় পায় না সে। তবে অবসর সময়ে তার স্মৃতিতে জেগে ওঠে জন্মভূমির সেই বটগাছের কথা। এই বটগাছের নিচে কত খেলাধুলা করেছে সে। এই গাছে উঠে পাখির ছানা ধরেছে। ছোট বেলার সে স্মৃতি মনে হওয়ায় সে আবেগাপ্লুত হয়। এখানে তার স্মৃতিচারণের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও শরিফুলের অনুভূতির মধ্যে বৈপরীত্য আছে- মন্তব্যটি সঠিক।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অনুপম দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কবির জন্মভূমির পাশ দিয়ে প্রবাহমান কপোতাক্ষ নদ। শৈশবে এই নদের তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন তিনি। অন্ধ মোহে আবিষ্ট হয়ে তিনি যখন ফ্রান্সে বসবাস করেন, তখন জন্মভূমির শৈশব, কৈশোরের বেদনাবিধুর স্মৃতি তাঁর মনে জাগিয়েছে কাতরতা। দূরে বসেও তিনি কপোতাক্ষ নদের কথা মনে করেছেন। তিনি বহু নদ-নদী দেখেছেন কিন্তু এ নদের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেননি।

উদ্দীপকে দেখা যায় শরিফুল পাঁচ বছর হলো মালয়েশিয়া এসেছে চাকরির সুবাদে। কাজের চাপে দেশের কথা ভাববার সময় হয় না। তার। তবে অবসর সময়ে তার স্মৃতিতে জেগে ওঠে সেই বটগাছের কথা, যে গাছের তলায় সে খেলা করেছে। গাছে উঠে পাখির ছানা ধরেছে। তার স্মৃতিতে তাই বটগাছটি উঠে এসেছে। এখানে তার স্মৃতিকাতরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

আমরা 'কপোতাক্ষ নদ' ও উদ্দীপকটি বিশ্লেষণে দেখতে পাই, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বড় কবি হওয়ার আশায় বিদেশে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ভুল ভাঙলে তিনি স্বদেশে আসার জন্য ব্যাকুল হন। তাঁর শৈশব, কৈশোরের নদ কপোতাক্ষের কথা মনে পড়ে। তিনি সংশয় প্রকাশ করেন আর হয়ত তাঁর নদের দেখা হবে না। এখানে কবির চেতনায় দেশপ্রেম প্রবলভাবে ধরা দিয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে শরিফুলের শুধু বটগাছের কথা মনে পড়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক বলে মনে করা যায়।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর:

প্রশ্ন-১. বাংলা কাব্যে সনেটের প্রবর্তন করেন কে?

উত্তর: বাংলা কাব্যে সনেটের প্রবর্তন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রশ্ন-২. কবির মনে সর্বদা কোন নদের কথা মনে পড়ে?

উত্তর: কবির মনে সর্বদা কপোতাক্ষ নদের কথা মনে পড়ে।

প্রশ্ন-৩. কবি কীসের ছলনায় প্রাণ জুড়ান?

উত্তর: কবি ভ্রান্তির ছলনায় প্রাণ জুড়ান।

প্রশ্ন-৪. নিশার স্বপনে লোকে কী শোনে?

উত্তর: নিশার স্বপনে লোকে ‘মায়া-মন্ত্রধ্বনি’ শোনে।

প্রশ্ন-৫. ‘সতত’ শব্দটির অর্থ কী?

উত্তর: ‘সতত’ শব্দটির অর্থ সর্বদা।

অনুধ্বননমূলক প্রশ্নোত্তর:

প্রশ্ন-১. কপোতাক্ষ নদ সর্বদা কবির মনকে কীভাবে আলোড়িত করে?

উত্তর: কবি সর্বদাই কপোতাক্ষ নদের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন।

কবির মন সারাক্ষণই কপোতাক্ষকে স্মরণ করে চলে। একান্ত নির্জনে বসেও কবি কপোতাক্ষের স্মৃতি রোমন্থন করেন। প্রবাসে বসেও যেন তিনি কপোতাক্ষের কলকল ধ্বনি শুনতে পান। কপোতাক্ষ নদের কোনো বিকল্প কবি চিন্তাও করতে পারে না।

প্রশ্ন-২. ‘আর কি হে হবে দেখা?’ কবির এ ভাবনার কারণ কী?

উত্তর: কবি প্রবাসী হয়ে যাওয়ায় তাঁর মনে এ আশঙ্কা কাজ করেছে।

কবি সুধূর ফ্রান্সে গিয়ে বসবাস করছিলেন। দূরে বসেও তিনি সর্বদা বহু স্মৃতিবিজড়িত কপোতাক্ষ নদের কথা চিন্তা করেন।

কপোতাক্ষের সাথে পুনরায় দেখা হওয়ার অনিশ্চয়তা তাঁকে বেদনার্ত করে তোলে। তিনি বুঝতে পারেন না কপোতাক্ষ নদের সাথে তাঁর আবার দেখা হবে কি না।

প্রশ্ন-৩. ‘সততা তোমার কথা ভাবি এ বিরলে’-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কবি সর্বদা একান্ত নিরিবিলিতে কপোতাক্ষ নদের কথাই ভাবেন।

কপোতাক্ষ নদ হচ্ছে কবির শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত নদী। সুদূর ফ্রান্সে বসবাস করা সত্ত্বেও শৈশবের এ নদীটিকে ভুলতে পারেননি।

সর্বদা তাঁর পাশে পাশেই থাকে। তাই তিনি একান্ত মুহূর্তে সর্বদা কপোতাক্ষ নদের কথাই ভাবেন।

প্রশ্ন-৪. ‘কপোতাক্ষ নদ’ একটি চতুর্দশপদী কবিতা- বুঝিয়ে দাও।

উত্তর: ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটির রয়েছে চৌদ্দটি চরণ। এ চরণগুলোর মাঝে রয়েছে বিশেষ ধরনের অন্ত্যমিল যা চতুর্দশপদী

কবিতার বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে। এর অনাত্যমিল বিন্যাস হচ্ছে-কখকখকখ গঘগঘগঘ। কপোতাক্ষকে স্মরণ করার নানা

ভঙ্গিমার মাধ্যমে কবি অষ্টকে ভাবের প্রবণতা করেছেন এবং এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে ভাবের পরিণতি দেখিয়েছেন।

তাই এটি একটি চতুর্দশপদী কবিতা।

প্রশ্ন-৫. ‘লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে’-উক্তিটি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: কবি প্রবাসজীবনেও তাঁরা গানে, কবিতায় শৈশব স্মৃতিবিজড়িত নদীর গুনগান গেয়েছেন।

কপোতাক্ষ নদ কবির হৃদয়ের সবটুকু কাতরতা দখল করে আছে বলে তিনি বঙ্গবাসীর নিকটও তা কাব্যে ও গানে ব্যক্ত করেন। তাই প্রবাসজীবনেও তাঁর সকল গান ও কবিতায় শৈশব স্মৃতিবিজড়িত নদীর নামই নিয়েছেন।

প্র্যাকটিস অংশ:- জ্ঞান (ক) ও অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্ন

১. সনেট কী?
২. ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন কাব্যের অন্তর্গত?
৩. চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক কে?
৪. বহু দেশে কবি কী দেখেছেন?
৫. কপোতাক্ষ নদকে কবির কখন মনে পড়ে?
৬. “সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে” -কবি কার কথা ভাবেন?
৭. নদী কাকে প্রজারূপে বারিরূপ কর দান করে?
৮. কবির কাছে ‘দুঃখ -স্রোতোরূপী’ কোনটি?
৯. ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটির উৎস নির্দেশ কর।
১০. সনেটের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
১১. চতুর্দশপদী কবিতা কাকে বলে?
১২. কপোতাক্ষ নদের সঙ্গে কবির সম্পর্ক নির্দেশ কর।
১৩. কপোতাক্ষ নদের কাছে কবির মিনতি ব্যাখ্যা কর।
১৪. ‘আস্তির ছলনে’-বলতে কবি কী বুঝাতে চেয়েছেন?
১৫. “সনেটের গঠন-প্রকৃতি ও চরণের মিল নির্দিষ্ট।”-ব্যাখ্যা কর।
১৬. সবসময় কপোতাক্ষের কথা কবির মনে পড়ার কারণ দর্শাও।
১৭. দুঃখ স্রোতের সাথে কিসের তুলনা করা হয়েছে?
১৮. “দুঃখ -স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।” -ব্যাখ্যা কর।
১৯. “আর কিহে হবে দেখা?” - কবির এ সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর।

২০. “স্নেহের তৃষ্ণা” বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

প্র্যাকটিস অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ছোটকালে ছিলাম বাঙালিদের বালুচরে,

সাঁতরায়ে নদী পাড়ি দিতাম বারবার এপার হতে ওপারে,

ডিভি লটারি সুযোগ করে দিলে ছুটে চলে যায় আমেরিকায়

কিন্তু আজ মন শুধু ছটফটায় আর শয়নে স্বপনে বাড়ি দিয়ে যায়,

মধুময় স্মৃতিগুলো আমাকে কাঁদায়, তবু দেশে আর নাহি ফিরা হয়।

(ক) সনেটের ষষ্টকে কী থাকে ?

(খ) ‘স্নেহের তৃষ্ণা’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?

(গ) উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতি ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে তুলে ধর।

(ঘ) ‘উদ্দীপকে প্রতিফলিত অনুভূতির অন্তরালে যে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তাই ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার মূলভাব’– কথাটির সত্যতা বিচার কর।

২. ইকরাম গত এক বছর হলো আমেরিকায় গিয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে সে বুঝতে শুরু করেছে, স্বদেশের মূল্য কতখানি। সেখানকার চাকচিক্যময় জীবনযাপনও তার মাতৃভূমির সহজ-সরল জীবনের স্মৃতি মুছে দিতে পারে নি, বরং সে জীবনের সবসময়ই তার মধ্যে বয়ে চলেছে নিরন্তর হাহাকার। আসলে বিদেশে গেলেই দেশের প্রতি মানুষের প্রকৃত মমত্ববোধ ধরা পড়ে।

(ক) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কোন শ্রেণির কবিতা?

(খ) কপোতাক্ষ নদকে ‘দুঃখ-স্রোতরূপী’ বলা হয়েছে কেন?

(গ) ইকরামের দেশপ্রেম ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে তুলে ধরো।

(ঘ) ‘বিদেশ গেলেই দেশের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ধরা পড়ে’– উক্তিটির সত্যতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

৩. হৃদয় আমার বাংলার লাগি

যে দেশেই থাকি সদা থাকে জাগি

স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ সে আমার

বাংলা আমার অমিয় ধারা।

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) সনেটের অষ্টকের মূল বিষয়বস্তু কী ব্যাখ্যা করো?

(গ) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার মূলভাব উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে কি? – ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) ‘মাইকেল মধুসূদন-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দীপকের কবির দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়’ – উক্তিটির সাথে তুমি তোমার মতামত যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করো।

৪. ১৯৫২ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারি। মিছিলটি যখন মেডিকেল কলেজের সামনে আসে তখন এলোপাথারি গুলিতে ছত্রভঙ্গ ছাত্র-জনতা। তপু প্ল্যাকার্ড হাতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তপুর প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, ‘রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই’।

(ক) ফ্রান্সে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার কবিতা পড়েছিলেন কোথায়?

(খ) চতুর্দশপদী কবিতার অষ্টক-ষটকের বর্ণনা দাও।

(গ) তপুর দেশপ্রেমের সাথে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমের সাদৃশ্য অঙ্কন করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৫. শাহেনা এক বিদেশিকে বিয়ে করে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। এখন আমেরিকাই তার প্রিয় দেশ স্বপেড়বর দেশ। অথচ বাংলাদেশে থাকতে এর চেয়ে সুন্দর দেশ, বাংলার মতো সুন্দর ভাষা আর কোথাও নেই এমনই বলত। এখন বাংলাদেশকে নিয়ে যেন কোনো স্মৃতিই নেই, নেই স্মৃতিকাতরতাও।

(ক) বহুদেশে কবি কী দেখেছেন?

(খ) ‘তব নাম বঙ্গো সঙ্গীতে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) উদ্দীপকের সাথে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার সম্পর্ক নিরূপণ করো।

(ঘ) ‘বাংলাদেশকে নিয়ে তার যেন কোন স্মৃতি নেই-নেই স্মৃতিকাতরতা’ ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতা অনুসরণে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৬. রাজীবের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার গড়াই নদীর তীরে কুসুমপুর গ্রামে। গড়াই নদীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার শৈশবস্মৃতি। তাই এ নদীর সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক ও সুগভীর। লেখাপড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্যে লন্ডনে পাড়ি জমায়। কিন্তু মনে পড়ে থাকে ছোটবেলার স্মৃতিবিজড়িত গড়াইয়ের তীরে।

(ক) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার অন্ত্যমিল বিন্যাস কেমন?

(খ) ‘আর কি হে হবে দেখা?’ – কবির মনে কেন এ সংশয় জেগেছে?

(গ) উদ্দীপকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) ‘রাজীবের অনুভূতি ও মধুসূদনের অনুভূতি যেন এক সূত্রে গাঁথা’ – মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

৭. মানুষ বহুদূরে চলে গেলে, দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকলে একসময় স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হয়। মনে পড়ে আপন পরিবেশ, আপনজনদের।
ত্রিশ বছর আগে মালেক পাড়ি জমিয়েছে বিদেশে। অবসরে তার মনে পড়ে আমলকী গাছটির কথা, যেটি সে শখ করে লাগিয়েছিল।
তার মনে পড়ে লাল বাছুরটির কথা যেটি তার ঘাড়ে খুতনি রেখে আদর করত। তার হৃদয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। চিন্ চিন্ করে সে অনুভূতি অন্তরে ঝংকার তোলে, বেদনা সঞ্চর করে। নিজেকে বড় অচেনা মনে হয়।

(ক) ‘বিরলে’ শব্দটির অর্থ কী?

(খ) ‘সনেট’ বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে ‘কপোতাক্ষ নদ’ এর কোনো সাদৃশ্য থাকলে তা নিজের ভাষায় লেখ।

(ঘ) ‘কপোতাক্ষ নদ’ একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতা’- কথাটার যথার্থতা প্রতিপন্ন কর।

৮. অনিন্দের জন্ম যমুনা পাড়ের গ্রাম মাটিকাটায়। বার বছর বয়সে সে তার বাবা-মার সাথে ঢাকার জিগাতলায় চলে এসেছে। কিন্তু এখনও মনে তাজা হয়ে আছে গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ, যমুনায় সাঁতার কাটা, স্বচ্ছ পানি পান করা। এ নদী আর নদীর পাড়ই ছিল তার সারাদিনের সঙ্গী। বাবা ব্যস্ত থাকেন। মার কাছে গ্রামে যাওয়ার কথা বললে তিনি বিরক্ত হন।

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত কী প্রবর্তন করে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন?

(খ) ‘আর কি হে হবে দেখা?’- কবির এ সংশয় কেন?

(গ) উদ্দীপকের সাথে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার সাদৃশ্য কতটুকু? লেখ।

(ঘ) ‘মার কাছে গ্রামে যাওয়ার কথা বললে তিনি বিরক্ত হন’- ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতা অনুসরণে উদ্দীপকের এ কথাটা মূল্যায়ন কর।

৯. কবি কায়কোবাদের প্রিয় নদী ধলেশ্বরী। এ নদী কবির শৈশবের নদী। এ নদীর প্রতি কবির টান অত্যন্ত গভীর। কর্মজীবনে কবি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু শৈশবের প্রিয় এ নদী কবির স্মৃতিতে সর্বদাই রয়েছে জাগরুক।

(ক) ‘কপোতাক্ষ নদ’ রচনাকালে কবি কোথায় ছিলেন?

(খ) ‘বারি-রূপ কর’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(গ) উদ্দীপকের সাথে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কী সাদৃশ্য আছে? তুলনামূলক আলোচনা কর।

(ঘ) ‘শৈশবের প্রিয় এ নদী কবির স্মৃতিতে সর্বদাই রয়েছে জাগরুক।’- ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় বিধৃত স্বদেশপ্রেম উদ্দীপকের একথাটি অনুসরণে বিশ্লেষণ কর।

১০.i. বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে,

কিন্তু এ স্নোহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

দধু -স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।

ii. কিছুই খুঁজিনি আমি, যতবার এসেছি এ তীরে

নীরব তৃপ্তির জন্য আনমনে বসে থেকে ঘাসে

নির্মল বাতাস টেনে বহুক্ষণ ভরেছি এ বুক।

(ক) উদ্দীপকের দ্বিতীয় কবিতাংশটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?

(খ) “দধু -স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে”- বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

(গ) উদ্দীপকের কোন অংশে কবির তৃষ্ণাকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে- ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের প্রথম অংশ ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে স্বদেশপ্রেমীতি যেভাবে ফুটে উঠেছে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

১১. উচ্চাভিলাষী যুবক মধুসূদন ইউরোপীয় সাহিত্যে পাকা সাহেব হওয়ার জন্য ইংরেজি সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি প্রদর্শন করেছেন অশ্রদ্ধা। প্রবাসে যাওয়ার পরই কবি মর্মে মর্মে মাতৃভূমির মায়া মমতাকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি স্মৃতিতড়িত, অনুশোচনাগ্রস্ত। নিজ গ্রামের শৈশব সাথী কপোতাক্ষ নদকে তিনি গভীরভাবে অনুভব করে তার তীরে ছুটে যেতে ব্যাকুল। কিন্তু তার তীরে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। অবশেষে কপোতাক্ষের প্রতি কবির সর্গস্বপ্ন মিনতি আর যদি দেখা না-ও হয়। বাংলার প্রতি মহাকবির হৃদয়ে যে গভীর অনুরাগ এবং ভালোবাসা ছিল সে কথাটি যেন কপোতাক্ষ তার স্রোতধারায় চিরজাগরুক করে রাখে।

(ক) চতুর্দশপদী কবিতার অষ্টকে মূলত কী থাকে?

(খ) কবি কপোতাক্ষকে ‘দধু-স্রোতোরূপী’ কল্পনা করেছেন কেন?

(গ) কপোতাক্ষ নদের কাছে কবির প্রাণের আকুতি তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

(ঘ) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবির স্মৃতিকাতরতার আবরণে তাঁর অত্যাশ্রিত দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে।- উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

১২. মতিন সাহেব দেশ ছেড়েছেন বহু বছর আগে। জীবিকার কারণে বর্তমানে বাস করছেন লন্ডনের টেমস নদীর ধারে। তার শৈশব কৈশোর কেটেছে তিতাস নদী কূলের ছোট গ্রামে। নদীর বহমান স্রোতধারা, অবাধ সাঁতার, দুরন্তপনা, মায়ের স্মৃতি জাগানিয়া গুনগুন গান তাকে বারবার পিছু ডাকে।

(ক) ‘সনেট’ কী?

(খ) “দধু - স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।”- ব্যাখ্যা কর।

(গ) মতিন সাহেবের পিছুটানের কারণ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের মতিন সাহেব একজন দেশপ্রেমিক - উক্তিটির সপক্ষে যুক্তি দাও।

১৩. কবি আনিসুল হকের গ্রামের বাড়ি তিস্তা নদীর পার্শ্ববর্তী। এই নদীর কূলে কেটেছে কবির শৈশব ও কৈশরের দিনগুলি। শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনে ও কর্ম জীবনের তাগিদে কবিকে গ্রাম ছেড়ে শহরে এবং সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। কবি এখন ইচ্ছে করলেই আর তিস্তার পাড়ে যেতে পারেন না। কিন্তু তিস্তার স্মৃতি কবির মনে সদা জাগ্রত থাকে। ঠিক যেমন গ্রামে বসবাসরত মায়ের কথা কবির সর্বক্ষণ স্মরণে থাকে।

(ক) সনেট-এর বাংলা রূপ কী?

(খ) প্রজারূপে রাজরূপ সাগরে দিতে- বিষয়টি কবি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

(গ) উদ্দীপকের কবি আনিসুল হকের সঙ্গে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেতনাগত মিলগুলো তুলে ধর।

(ঘ) “লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে” লাইনটিতে উদ্দীপক ও

পাঠ্য কবিতার মূলভাব প্রকাশিত হয়েছে বিশ্লেষণ কর।

১৪. কীর্তনখোলা নদীর তীরে বসে কাটত সারা বিকাল শাহানার। কলকল শব্দ আজও কানে বাজে তার। জীবিকার তাগিদে আজ শাহানাকে অবস্থান করতে হচ্ছে কীর্তনখোলা থেকে বহু দূরে। তবু সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে নদীকে। কারণ সে ছিল শাহানার জন্মভূমির মাতৃরূপ নদী।

(ক) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কোন ধরনের কবিতা?

(খ) “কিন্তু এত্বের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?” কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

(গ) “মাতৃরূপ কীর্তনখোলা”- উক্তিটির আলোকে কপোতাক্ষ নদ

ও কবির স্মৃতিময়তা ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) শাহানার স্মৃতিময় কীর্তনখোলা নদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কীভাবে ফুটে উঠেছে তা বিচার কর।

১৫. কুষ্টিয়া জেলার গড়াই নদীর তীরে ওসমানপুর গ্রামে মোঃ আব্দুল জলিলের বাড়ি। শৈশবে তিনি এ নদীর তীরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হয়েছেন। এ নদীর পানি, পাড়ের বাতাস আর তীরের মাটির সাথে তিনি একাত্ম হয়ে আছেন। দজর প্রবাসে লন্ডনে বসবাস করা অবস্থায় তাঁর বারংবার মনে পড়ে শৈশব কৈশোর স্মৃতিজড়িত গ্রাম আর নদীর কথা। মায়ায় ভরে উঠে প্রাণ স্মৃতিকাতরতায় তিনি মুহ্য। দূরে বসেও তিনি গড়াই নদীর সেই কলকল ধ্বনি শুনতে পান।

(ক) কপোতাক্ষ নদ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(খ) ‘দুধ - স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে’ - কথাটি কেন বলা হয়েছে?

(গ) উদ্দীপকে জলিল সাহেবের সাথে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার স্বরূপ বর্ণনা কর।

(ঘ) ‘জলিল সাহেব যেন একজন প্রকৃত দেশ প্রেমিক।’ - “কপোতাক্ষ নদ” কবিতার আলোকে তা মূল্যায়ন কর।

১৬. হাসানের বহুদিন ধরে প্রত্যাশা সে বিদেশে যাবে। স্বদেশ যেন তার নিকট ভালো লাগে না। এক দিন তার ইচ্ছা পূর্ণ হলো। লটারিতে তার বিদেশ যাওয়ার সুযোগ হলো। কিছু দিন ভালোই কাটলো হাসানের বিদেশে। কয়েক দিন বাদে সকল প্রাচুর্য যেন ফ্যাকাশে হতে থাকলো। স্বদেশের মাটি, পানি, বাতাস, বাংলার মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষিত করতে লাগলো। বাড়ির নিকট দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কুলকুল ধ্বনি যেন তার কানে সব সময় বাজে। আজ দেশের প্রতি তার শত গুণ মমত্ব।

(ক) সনেটের প্রবর্তক কে?

(খ) কবি কেন কপোতাক্ষ নদকে ভুলতে পারেন নি?

(গ) ‘আজ দেশের প্রতি তার শত গুণ মমত্ব’ - এ কথার আলোকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।

(ঘ) হাসানের দেশের প্রতি মমত্ববোধের আলোকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কবির স্মৃতিচারণা আলোচনা কর।

১৭. মানুষ বহুদূরে চলে গেলে, দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন হওয়া থাকলে একসময় স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হয়। মনে পড়ে আপন পরিবেশ, আপনজনদের। ত্রিশ বছর আগে মালেক পাড়ি জমিয়েছে বিদেশে। অবসরে তার মনে পড়ে আমলকী গাছটির কথা, যেটি সে শখ করে লাগিয়েছিল। তার মনে পড়ে লাল বাছুরটির কথা যেটি তার ঘাড়ে থুতনি রেখে আদর করত। তার হৃদয়ে সূক্ষ্ম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। চিন্ চিন্ করে সে অনুভূতি অন্তরে ঝংকার তোলে, বেদনা সঞ্চর করে। নিজেকে বড় অচেনা মনে হয়।

(ক) ‘বিরলে’ শব্দটির অর্থ কী?

(খ) ‘সনেট’ বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে ‘কপোতাক্ষ নদ’ এর কোনো সাদৃশ্য থাকলে তা নিজের ভাষায় লেখ।

(ঘ) ‘কপোতাক্ষ নদ’ একটি উৎকৃষ্ট চতুর্দশপদী কবিতা - কথাটির যথার্থতা প্রতিপন্ন কর।

১৮. যে নদে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিদিন কেটেছি সাঁতার আমার শরীরে আজও তাহার ঢেউয়ের ছোঁয়া টের পাই - যেন মায়ের আদরমাখা দু’হাতের দোলা। সুবিশাল আমাজান কিংবা নীলনদের বাহুডোরে এমন সুস্বাদ স্নেহ পাই নি তো আমি!

(ক) ‘ছলনে’ শব্দটির অর্থ কী?

(খ) ‘কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?’-কবিরও প্রশ্ন কেন?

(গ) ‘কপোতাক্ষ নদ’ এর সাথে উদ্ধৃতিটির কী সাদৃশ্য আছে?

আলোচনা কর।

(ঘ) ‘কপোতাক্ষ নদ’ সুখ স্মৃতির অনুপম নিদর্শন’- উদ্দীপক অনুসরণে ‘কপোতাক্ষ নদ’ সম্পর্কে মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

১৯. ইকরাম গত এক বছর হলো আমেরিকায় গিয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে সে বুঝতে শুরু করেছে, স্বদেশের মূল্য কতখানি। সেখানকার চাকচিক্যময় জীবনযাপনও তার মাতৃভূমির সহজ-সরল জীবনের স্মৃতি মুছে দিতে পারে নি, বরং সে জীবনের সবসময়ই তার মধ্যে বয়ে চলেছে নিরন্তর হাহাকার। আসলে বিদেশে গেলেই দেশের প্রতি মানুষের প্রকৃত মমত্ববোধ ধরা পড়ে।

(ক) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কোন শ্রেণির কবিতা?

(খ) কপোতাক্ষ নদকে ‘দুধ-শ্রোতোরূপী’ বলা হয়েছে কেন?

(গ) ইকরামের দেশপ্রেম ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে তুলে ধরো।

(ঘ) ‘বিদেশ গেলেই দেশের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ধরা পড়ে’- উক্তিটির সত্যতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২০। (i) দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।

নিজ দেশ তেয়াগী কেন বিদেশ ন যায়।

(ii) কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?

দুধ-শ্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

(ক) দ্বিতীয় স্তবকটি কোন কবির লেখা?

১

(খ) প্রথম স্তবকে দেশি ভাষা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

২

(গ) স্তবক দুটির অন্তর্নিহিত ভাবের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কী?

৩

(ঘ) স্তবক দুটির অন্তর্গত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪

২১। কমলের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাজীবপুর থানার শিবের চর গ্রামে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। এ নদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার শৈশব স্মৃতি। তাই এ নদের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্কও সুগভীর। লেখাপড়া শেষ করে সে উচ্চশিক্ষার জন্যে লন্ডনে পাড়ি জমায়। কিন্তু তার মন পড়ে থাকে ছোটোবেলার স্মৃতিবিজড়িত ব্রহ্মপুত্র নদে।

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি কী?

১

(খ) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় কপোতাক্ষের জলকে ‘দুধ-শ্রোতোরূপী’ বলা হয়েছে কেন?

২

(গ) উদ্দীপকে ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

(ঘ) ‘কমলের অনুভূতি ও মধুসূদনের অনুভূতি যেন এক সূত্রে গাঁথা।’—মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

৪

- ২২। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরে শফিক জনুগ্রহণ করে। জীবন ও জীবিকার তাগিদে শফিককে তার স্বদেশ ছেড়ে পাড়ি জমাতে হয় সুদূর সৌদি আরবে। কিন্তু দূর প্রবাসে বসে যখন দেশের স্মৃতি মনে হয় তখন তার অন্তরাত্তা হু হু করে কেঁদে ওঠে। স্বদেশে ফিরে আসার জন্যে তার মুখ থেকে বার বার ধ্বনিত হয় করুণ আর্তি।
- (ক) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কান জাতীয় কবিতা? ১
- (খ) ‘যেমতি লোক নিশার স্বপনে মায়া-মন্ত্র ধ্বনি’- ব্যাখ্যা করো। ২
- (গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শফিকের যে মানসিক দিকটি ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার কবির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে — তা বর্ণনা করো। ৩
- (ঘ) ‘প্রবাস জীবনে শফিকের তৃষ্ণার্ত মন তিতাসের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত’—‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতার আলোকে শফিকের স্বদেশের স্বরূপ আলোচনা করো।

